34

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 18 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২ ...

বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছাচ্ছে না কারণঃ বিলম্বিত সিদ্ধান্ত

অরূপ দত্ত ॥ টেক্সটবুক বোর্ডের গাফিলতি এবং অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে আগামী বছরের শুরুতে পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেছে। আগে এই আশংকাটি শুধু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যে দেখা দিলেও এখন তা মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্যেও প্রযোজ্য হচ্ছে।

টেক্সটবুক বোর্ডের বাঁধাইকৃত প্রাথমিক স্তরের ৩০ শতাংশ বইয়ের মজুত শেষ হয়ে গেছে। অন্যদিকে নির্ধারিত সময়ের ৩ মাস পরে মাধ্যমিক শ্রেণীগুলোর বরাদ্দপত্র দেয়ায় এসব শ্রেণীর বইগুলোও সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে যাচ্ছে না। মূল ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে না পারায় ২শ' বাঁধাইকারী বোর্ডের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে পারেনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রাথমিক স্তরের মোট ৪ কোটি বইয়ের সবগুলোই প্রিন্টারদের মাধ্যমে বাঁধাই করাবার ব্যাপারে প্রথমে অনড় ছিল টেক্সটবুক বোর্ড। কিন্তু বাঁধাইকারী সমিতির আন্দোলনের মুখে গত জুলাই মাসে বোর্ডের এই উদ্দেশ্য ভেস্তে যায়। ঐ সময় বই ছাপাবার দরপত্র বাছাই কাজও সম্পন্ন হয়নি। ঐ কাজটি করা হয় নির্ধারিত সময়ের অনেক পর। কার্যাদেশ দেয়ার বিষয়টিও গড়িয়ে যায় অনেক দূরে। পরে ছাপাকাজ সম্পন্ন হলেও বিভিন্ন বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়। যেমন প্রিন্টারদের জন্য বরাদ্দকৃত ৩০ শতাংশ ফর্মার সাথে। একই সময়ে বাঁধাইকারীদের কাছেও বাকি ফর্মাগুলো পাঠ্যবই ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

পাঠ্যবই ঃ পৌঁছাচ্ছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর) দেয়া হয় না। তাদের কাজ দেয়া হয় অসময়ে। সূত্র দাবি করেন, বোর্ড ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্যে বোর্ডের একটি প্রভাবশালী মহল ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ সময় বোর্ড ভবনে সংকট সৃষ্টি করে। বাঁধাইকারীদের নিয়ম অনুযায়ী বাঁধাইকাজ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টার বিষয়টিও এই সংকটের অংশ। এ সময়ে বোর্ড ভবনে চলে পছন্দের লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে অপছন্দের লোকদের অহেতুক হয়রানিতে ছুড়ে ফেলার খেলা।

সূত্র জানান, নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক অধিদপ্তরকে দৈনিক ১৩ ট্রাক পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হয়। একটি ট্রাকে ধরে প্রায় ৩০ হাজার বই। কিন্তু টেক্সটবুক বোর্ডের গুদামে এখন বিভিন্ন শ্রেণীর বেশিরভাগ বিষয়ের বই–ই রয়েছে অপর্যাপ্ত। এগুলো গুদামে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এগুলোর মধ্যে বেশকিছু আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়ও। গতকাল পর্যন্ত টেক্সটবুক বোর্ডের গুদামে মজুতকৃত বইয়ের সংখ্যা ছিল এরকম ঃ প্রথম শ্রেণী বাংলা বই ২৭শ', অংক ১১শ', ইংরেজি ৯৪ হাজার; দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা ১১ হাজার, ইংরেজি ৬ হাজার, অংক ১১ হাজার; তৃতীয় শ্রেণীর বই ছিল বাংলা ২৮ হাজার, অংক ৩ হাজার, ইংরেজি ১হাজার ৪শ', সমাজবিদ্যা ৮৪ হাজার, বিজ্ঞান ৩৫ হাজার এবং ইসলামিয়াত ১১ হাজার; চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা ১৯ হাজার ৯৮, অংক ১৩ হাজার ৪শ' ৫৭, ইংরেজি ৪ হাজার ৮শ' ২০, সমাজ ৪০ হাজার ৬শ' ৬৫, বিজ্ঞান ৪৬ হাজার ৩শ' ৩৫, ইসলামিয়াত ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৫, হিন্দু ধর্ম ২৭ হাজার ৫৬, বৌদ্ধ ধর্ম ৫১ হাজার ৪শ' ৯০; পঞ্চম শ্রেণী বাংলা ৩ হাজার ৭, অংক ২শ' ৪৫, ইংরেজি ১ লাখ ১৭ হাজার ৩শ' ৬৮, সমাজ ৪ হাজার ১শ' ১২, বিজ্ঞান ৫৪ হাজার ১শ' ৫, ইসলাম ধর্ম ১ লাখ ৭৩ হাজার ১শ' ২৭, হিন্দু ধর্ম ৬১ হাজার ৩শ' ৮১, খ্রীস্টান ধর্ম ৩০ হাজার ৮শ' ৬২ এবং বৌদ্ধ ধর্ম ৩৫ হাজার ৭শ' ৯০।

সূত্রমতে, গত বছর প্রায় সারা বছরজুড়ে কাজ করার ফলে উৎপাদন শাখার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল বই সময়মতো ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছেছিল। অথচ এ বছর উৎপাদন ও বিতরণ শাখা পৃথকভাবে কাজ করার পরও সময়মতো ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছাবে না।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক স্তরের বই বাঁধাইকারীদের দরপত্র আহ্বান করার সময় '৯৬–৯৭ সালের ট্রেড লাইসেন্স না চেয়ে চাওয়া হয় '৯৫–৯৬ সালের লাইসেন্স। এতে করে প্রায় ২শ' বাঁধাইকারী বইয়ের বরাদ্দ পাওয়ার পরও মূল ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে পারেনি। কারণ তাদের মূল ট্রেড লাইসেন্স ছিল সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। মূল লাইসেন্সটি দেখাতে না পারায় তারা চুক্তিপত্র সম্পাদনও করতে পারছে না।

গত বছর ১লা অক্টোবর থেকে প্রতিদিন প্রাথমিক অধিদপ্তরে বই সরবরাহ করা হয়েছিল। এ কারণে সারাদেশে বই পৌঁছেছিল যথাসময়ে। এ বছর বাঁধাইকারীদের সব বই জমা দিতে বছর গড়িয়ে যেতে পারে।

সূত্র জানায়, মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই নিয়েও মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। গত বছর ৫ই আগস্ট মাধ্যমিক শ্রেণীগুলোর বইয়ের বরাদ্দপত্র দেয়া হয়েছিল। অথচ এ বছর ৩ মাস দেরিতে গত ২রা নভেম্বর প্রকাশকদের বই ছাপাবার বরাদ্দপত্র দেয়া হয়েছে। ফলে মাধ্যমিক স্তরের বইও সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাতে পারবে না। এছাড়া বোর্ডের মজুতকৃত বই 'পারফরমেন্স গ্যারান্টির' (পিজি) আনুপাতিক হারে বই বরাদ্দ করা হয়নি বলে প্রকাশকদের মধ্যে অসন্তোষও রয়েছে।